তারিখ 04 SEP 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

দৈনিক বাংলা

4

শিক্ষায় নারীমুক্তি

ফার্স্ট লেডী বেগম রওশান এরশাদ শিক্ষাকে আমাদের মহিলা সমাজের মুক্তির একমাত্র পথ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে আত্ম-নির্ভরশীল করে তুলতে পারে। আর শিশুদের কল্যাণসাধনের নিশ্চয়তা শিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল মায়েদের উপরই নির্ভর করে।

শিশুদের লালন-পালন ও কল্যাণে মায়েদের ভূমিকাই বেশি। মায়েদের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি, সাংস্কৃতিক মনোভঙ্গি ইত্যাদি অনুসারে শিশুরা বেড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে। শিক্ষিত মা মানেই শিশুর সঠিক পরিচর্যা, সঠিক জীবনধারা এবং সঠিক উন্নতি।

শৈশবে মায়ের কাছে শিশুদের শিক্ষার যে হাতেখড়ি হয়, তাদের সারা জীবনের শিক্ষার পাকাপোক্ত বুনিয়াদ হিসাবে তা কাজ করে। শিশুদের লেখাপড়াটাও মায়ের জাতি মেয়েদের কাছে খুব ভালভাবে হয়। এজন্যই দেখা যায় উন্নত দেশসমূহে শিশুশিক্ষার দায়িত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেয়েদের উপর অর্পিত। কারণ, তারা মায়ের আদর ও বোনের স্নেহ দিয়ে শিশুদের লেখাপড়া শেখান।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদ চাইছেন দেশের দ্রুত উন্নতি। শিক্ষা তথা শিশুশিক্ষা আমাদের সার্বিক অগ্রগতির আবশ্যিক পূর্বশর্ত। জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষিত জনশক্তি অপরিহার্য। শিশুরা শিক্ষিত হলেই জনগণ শিক্ষিত হবে। শিক্ষিত জনশক্তি যে কোন দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

দুঃখের ব্যাপার, আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কম। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার আরও কম। একদিকে পুরুষ শাসন, অন্যদিকে শিক্ষা বঞ্চনা— এই দুইয়ের মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলেই আমাদের নারী সমাজের গরিষ্ঠ অংশ নানারকম বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন ও অবহেলা-উপেক্ষার শিকার হয়ে আসছেন দীর্ঘকাল থেকে। মূলত শিক্ষা বঞ্চনার কারণেই অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তারা তত নির্ভরশীল হতে পারছেন না।

নারী সমাজের সবাই শিক্ষার আলোকে আলোকিত হলে তাদের আত্ম-সচেতনতা, আত্মশক্তি, অধিকারবোধ ও সম্ভ্রমবোধ বাড়বে। তারা একদিকে যেমন সংসারে নগদ অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারবেন, অন্যদিকে তেমনি সোচ্চার হতে পারবেন নিজেদের অধিকার প্রশ্নেও। এক কথায়, তাদের মুক্তি হবে নিশ্চিত।

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট। পৌর এলাকার বাইরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল মেয়ের বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। যে পরিবারের একমাত্র সন্তান কন্যা, ডিগ্রী পর্যায় পর্যন্ত তার শিক্ষাখরচ বহন করবেন সরকার। এসব ব্যবস্থার অর্থ সরকার মনেপ্রাণে চান যে, মেয়েরা দ্রুত শিক্ষিত হয়ে উঠুক এবং অবদান রাখুক জাতির উন্নয়ন উদ্যোগে।

সরকার নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা বাড়াচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও ফার্স্ট লেডী শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণে এগিয়ে আসার জন্য মেয়েদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন। দেশের নারী সমাজ এই আহবানে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেবেন বলে আমরা আশা করছি।